যা বলা হয়নি

| কবিতার বই |

মুমিন আহমদ মারুফ



যা বলা হয়নি

মুমিন আহমদ মারুফ

উৎসর্গ

যাদের অনেক কথা ছিল—কিন্তু বলা হয়নি।

সূচিপত্র

আমি যেন সেই মীরজাফর

কবিতা

আমি যেন সেই মীরজাফর

আমি যেন সেই বিশ্ব-চেনা বেইমান, ইতিহাস যার নাম শুনে কেঁপে ওঠে—কিন্তু আমার গল্পটা আরও নীরব, আরও অজানা।

মীরজাফর তো বেইমানি করেছিল অন্য কারও সাথে, আর আমি?
আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি নিজের সাথেই—যার হিসাব কোনো
ভাষায় মেলে না।

নিজের হাতে নিজেকেই করেছি ভাঙা, নিজের স্বপ্নগুলোকে করেছি ধূলিসাৎ—এতটা ক্ষতি করেছি নিজের, যা কথায় বোঝানো যায় না।

এখন আমি নিজেকেই এমন ঘৃণা করি, যেখানে অন্য কারও ঘৃণার প্রয়োজন নেই—
কারণ আমি-ই আমার বেইমান, আমি-ই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

এখনও মাঝে মাঝে মন চায়

কবিতা

এখনও মাঝে মাঝে মন চায়

এখনও মাঝে মাঝে মন চায়—

তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলি, সেই আগের মতো করেই, আমি সত্যিই
তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

কিন্তু শব্দগুলো আর ঠোঁট ছুঁয়ে বের হয় না, কোথায় যেন থেমে যায়, নিঃশব্দে ভেঙে পড়ে।
কারণ মনে পড়ে সেই দিনগুলো—যখন আমার বলা কথাগুলো তোমার কাছে ছিল তুচ্ছ,
অর্থহীন, গুরুত্বহীন এক
নীরবতা।

আমি তখন তোমার জীবনের কোনো আপন মানুষ ছিলাম না, ছিলাম শুধু দূরের এক ছায়া, যার
অনুভূতির কোনো দাম ছিল না তোমার
চোখে।

আর সেই অবহেলাই ধীরে ধীরে আমার জীবনের প্রতিটা কোণ
জ্বালিয়ে দিয়েছে—গড়ে তুলেছে এক আগুনে ভরা বাগান, যেখানে আজও ভালোবাসা
পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

—

তাকে পাওয়ার অদম্য লোভ ছিল আমার

কবিতা

তাকে পাওয়ার অদম্য লোভ ছিল আমার

তাকে পাওয়ার অদম্য লোভ ছিল আমার, সেই লোভেই আজ আমি জীবন্ত লাশ।

কথায় তো আছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, আমি তারই এক নীরব
উদাহরণ আজ।

চেয়েছিলাম তাকে, নিজের করে পেতে, স্বপ্ন বুনেছিলাম হাজার রাত
জেগে।

কিন্তু লোভ যখন সীমা ছাড়ায়, তখন সবকিছুই হারিয়ে যায় অচেনা
পথে।

তবুও একটা কথা রয়ে যায়—সে চাইলে এখনো পারে আমার এই
লোভটাকে পূর্ণ করতে, আমার শূন্যতাকে আবার ভরিয়ে দিতে।

—

তার সুখের প্রান্তে দাঁড়িয়ে

কবিতা

তার সুখের প্রান্তে দাঁড়িয়ে

কখনো অদ্ভুত এক নির্মম শান্তি নামে ভেতরে—সে প্রতারণা করেনি, সত্য বলেছিল নির্দ্বিধায়। তার হৃদয়ের সিংহাসনে অন্য কারো নাম খোদাই, আমি ছিলাম শুধু এক অপ্রয়োজনীয় সম্ভাবনা, সময়ের অপচয়।

তবু মাঝরাতে বুকের ভেতর বিদ্রোহ ওঠে, নিজেকেই জিজ্ঞেস
করি—কিসের অভাবে হেরে গেলাম আমি? কেন তার ভালোবাসার
মানচিত্রে আমার কোনো স্থান হলো না, কেন আমার সমস্ত অনুভূতি
হয়ে রইল একতরফা নির্বাসিত?

দূর থেকে দেখি তার হাসি—নির্লজ্জ উজ্জ্বল, যেন আমার
ভাঙাচোরা স্বপ্নের উপর দিয়েই সে হাঁটে নির্ভার। তার সুখ—আমার ব্যর্থতার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ, তবুও সেই সুখের জন্যই নিঃশব্দে প্রার্থনা করি প্রতিবার।

স্টোরির ক্ষণস্থায়ী ফ্রেমে ধরা পড়ে তাদের পৃথিবী, দু'জনের চোখে একই আলো, একই নিশ্চিন্ততা, আর আমি—এক অদৃশ্য দর্শক, নিজের অক্ষমতার সামনে প্রতিদিন নত হয়ে থাকা এক নামহীন চরিত্র।

তার কপাল দেখে হিংসা জাগে না, জাগে নিজের প্রতি নির্মম
অবজ্ঞা—কেন আমি পারিনি যথেষ্ট হতে, কেন আমার ভালোবাসা
পৌঁছায়নি তার দরজার ভেতর?

শেষমেশ বুঝি—

ভালোবাসা কোনো ন্যায্যতার খেলা নয়, এটা এক নিষ্ঠুর বাছাই,
যেখানে সবটুকু দিয়েও কেউ কেউ চিরকাল অপ্রাসঙ্গিক থেকে যায়।

আর আমি—

তার সুখের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক নীরব ছায়া, যার ভালোবাসা আছে, অধিকার নেই,
অভিমান আছে, কিন্তু কোনো দাবি নেই।

—

মুখোশ পরতে পরতে আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত

কবিতা

মুখোশ পরতে পরতে আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত

মুখোশ পরতে পরতে আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত। নিজেকে লুকিয়ে রেখে
আর কতদিন এইভাবে বাঁচা যায়?

শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তবুও থামতে পারি না, কারণ এই সমাজ সত্যিকারের মুখ
দেখতে অভ্যস্ত নয়।

খুলে ফেলতে চাই সব অভিনয়, সব ভান। কিন্তু ভয় পায় মন—যদি তখন কেউ পাশে না থাকে!
তাই দ্বিধার দেয়ালে আটকে আছি আমি। মুখোশ—
পরে বাঁচি আর নিজের কাছেই হারিয়ে যাই প্রতিদিন।

কত স্বপ্ন ছিল

কবিতা

কত স্বপ্ন ছিল

হ্যাঁ, কত স্বপ্ন ছিল—কত না বলা হাহাকার বুকে নিয়ে অবসানের আশায় আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

কিন্তু কী করার!

সময় যখন বিপক্ষে দাঁড়ায়, তখন শুধু যুদ্ধ জানলেই হয় না—যুদ্ধের অজস্র অজানা পাঠও জানা লাগে।

সব প্রস্তুতি নিয়েই নেমেছিলাম আমি সেই লড়াইয়ে, তবুও শেষরক্ষা হলো না—যার তরবারির আঘাতে থেমে গেল আমার পথচলা, তার জন্যই তো একদিন স্বপ্ন বুনেছিলাম, তার জন্যই তো নেমেছিলাম যুদ্ ধ ে।

আজ আমি নেই—

রয়ে গেছে শুধু সেই যুদ্ধের গল্প, আর আমার স্বপ্নগুলো, যেগুলো আজ কাগজের পাতায় নিঃশব্দ ছবির মতো পড়ে আছে।

তুমি যখন তার গল্প বলো

কবিতা

তুমি যখন তার গল্প বলো

তুমি যখন তার গল্প বলো, চোখে তোমার অদ্ভুত এক আলো জ্বলে—আমি চুপচাপ শুনি, মনে হয়, সুখ নামের শব্দটা তোমার কণ্ঠেই
সবচেয়ে সুন্দর।

তুমি বলো—সে কেমন হাসে, কেমন করে তোমার দিনটাকে বদলে দেয়, আমি শুনি… আর ভেতরে ভেতরে একটা নীরব আফসোস জন্ম নেয়।

ভালো লাগে—তুমি খুশি, তোমার হাসিটা সত্যি, তোমার আনন্দে কোনো ভান নেই—কিন্তু তবুও কোথাও একটা অপূর্ণতা কাঁদে।

ইচ্ছে করে—

তোমার সেই গল্পের মানুষটা যদি আমিই হতাম! তোমার বলা প্রতিটা সুখের জায়গায় যদি আমার নামটা থাকত!

তবুও আমি কিছু বলি না, শুধু শুনে যাই—

কারণ ভালোবাসা মানে তো তোমার ভালো থাকাটাই দেখা, যদিও সেখানে আমি নেই।

তোমার আনন্দের ভিড়ে আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি,

তবুও প্রার্থনা করি—তুমি যেন সবসময় এভাবেই হাসতে পারো।

আর আমি?

আমি থেকে যাবো তোমার গল্পের বাইরে, একটা নীরব শ্রোতা
হয়ে—যে ভালোবেসেও কখনো তোমার হয়ে উঠতে পারেনি।

শৈশবের লাল সংকেত

কবিতা

শৈশবের লাল সংকেত

ওরও তো ইচ্ছে ছিল, রঙ পেন্সিলে আকাশ আঁকবে, মাঠ ভরে দৌড়াবে
হেসে—বন্ধুদের সাথে স্বপ্ন ডাকবে।

কিন্তু সকাল মানেই ওর কাছে নতুন দিনের খেলা নয়, কঠিন কাজের
ডাকে জেগে শৈশবটাও যেন সাড়া দেয় না আর কোনো সময়।

ছোট্ট হাতে ভারী বোঝা, চোখে জমা ক্লান্তি আর ধোঁয়া, হাসি
কোথায় হারিয়ে গেছে—কেউ কি কখনও খোঁজটা নেয় না?

স্কুলের পথে অন্যরা যায়, ও দাঁড়িয়ে থাকে দূরে চুপচাপ, একটু তাকায়,
তারপর আবার ফিরে যায় নিজের বোঝার চাপে।

ও কি দোষ করেছিল বলো? শুধু জন্ম নিয়েছিল গরিব ঘরে? তাই কি
তার স্বপ্নগুলো মুছে যাবে অন্ধকারের ভিড়ে?

এসো বদলাই এই পৃথিবী, শিশুর হাতে বইটাই ফিরাই, শিশুশ্রমকে “লাল কার্ড” দেখিয়ে নতুন এক
সকাল গড়ি, সবাই মিলে দাঁড়াই।

কারণ—একটি শিশুর চোখের জল, পুরো পৃথিবীর জন্য লজ্জার
দাগ...

শেষ নয়...
কিছু কথা থেকে যায়,
কিছু অনুভূতি থেকে যায়—
আর কিছু কথা
কখনো বলা হয় না।

লেখক - মুমিন আহমদ মারুফ



ISBN 978-984-123456-7-8
9 789841 2345678